ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৮/০৮/২০১৭ ।।

স্বাধীনতা দিবস ঃ আগরতলায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

আগরতলা, ০৮ আগষ্ট ।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ১৪ আগষ্ট আগরতলায় সারাদিন ব্যাপী সাফাই অভিযান চালানো হবে। এই সাফাই অভিযান সংগঠিত হবে আসাম রাইফেলস ময়দান, গান্ধীঘাট, মূর্তি প্রাঙ্গণ এবং শহীদ মিনার, সমস্ত সরকারী অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা সমূহে। এদিন সকাল ৬টায় উমাকান্ত একাডেমী ময়দান থেকে শুরু হবে মহিলাদের ৩ কিঃমিঃ এবং পুরুষদের ৫ কিঃমিঃ ক্রস কান্ট্রি র‍্যালী। ১৫ আগষ্ট ভোর ৫টায় শুরু হবে প্রভাত ফেরী। এই প্রভাত ফেরী আগরতলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সমস্ত বেসরকারী বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হবে। সকাল ৭টায় সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন কারামন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং। সকাল ৭টায় সমস্ত সরকারী কার্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৮টা ১ মিনিটে সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। উপস্থিত থাকবেন কারামন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং। সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে গান্ধীঘাটে গান্ধী বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। উপস্থিত থাকবেন কারামন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং। সকাল ৮টা ২৭ মিনিটে পোষ্ট অফিস চৌমুহনীর শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। উপস্থিত থাকবেন কারামন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে আসাম রাইফেলস ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি আরক্ষা বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন। আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যোগা প্রদর্শন। সকাল ১১টায় নরসিংগড় পলিটেকনিক মাঠে দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং উমাকান্ত সুইমিং পুলে শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে উমাকান্ত মাঠে হ্যান্ডবল খেলা আয়োজিত হবে। দুপুর ১২টায় টি. বি. হাসপাতাল ও ক্যান্সার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করবেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর। বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে উমাকান্ত মাঠে প্রাক্তণ ফুটবলারদের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত হবে। বিকেল ৫টায় রাজভবনে ঘরোয়া অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সালেমা ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

কমলপুর, ০৮ আগষ্ট ।। ডলুছড়া এস বি স্কুল প্রাঙ্গণে সালেমা ব্লকের উদ্যোগে গত ৫ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সালেমা ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অঞ্জন দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রণতী দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান রবীন্দ্র দেবনাথ, বি ডি ও উত্তম কুমার ভৌমিক। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বন সৃজনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন পূর্ব ডলুছড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা দেবনাথ। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করেন।

ছনখলায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

আগরতলা, ৮আগষ্ট ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ডুকলী ব্লকের সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ছনখলায় আয়োজিত ৭ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা গত ৬ আগষ্ট শেষ হয়েছে। সমাপ্তি দিনে ছনখলা মনিপুরী নাট মন্দিরে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫৫ জন ছেলে মেয়ে মনিপুরী মৃদঙ্গ, মনিপুরী নৃত্য পরিবেশন করে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় সরকার, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য তপন দাস, সেকেরকোট পঞ্চায়েতের প্রধান রাজকুমার সিংহ প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই থেকে এই সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছিল।

ধর্মনগরে সুকান্ত জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি

ধর্মনগর, ৮আগষ্ট ।। উত্তর জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিভাগীয় সাংস্কৃতিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৪ আগষ্ট সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী পালন করা হবে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি উত্তর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র(চক্রবর্ত্তী)। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস নাথ, শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায়, সন্তোষ সূত্রধর সহ বিশিষ্ট জনেরা।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি : ধলাই জেলায় আলোচনা চক্র

আমবাসা, ৮আগষ্ট ।। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুলাই থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত জেলার ৯০টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা চক্র এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এর মধ্যে এ বিষয়ে গত ৩ জুলাই থেকে ৩ আগষ্ট পর্যন্ত জেলার ১৯টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচনাচক্র এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ধলাই জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কনসালটেন্ট অম্লান দেব, ফিজিওলজিস্ট পলটিনি দেববর্মা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবনের উদ্বোধন
চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবার মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে - মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ০৭ আগষ্ট ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে । এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । ৫৭ কক্ষ বিশিষ্ট নতুন এই সুদৃশ্য বাড়িটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২৫ টাকা । ১০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যাবে । এই হাসপাতালটি চালু হওয়ার ফলে অমরপুর, অম্পি, নতুন বাজার, চেলাগাং, তীর্থমুখ, করবুক, শিলাছড়ি এলাকার মানুষ এই হাসপাতালে পরিষেবা পাবেন।

মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চন্ডীবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, মানব সম্পদের বিকাশে সবার জন্য স্বাস্থ্য এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে । রাজ্য সরকার চায় সমস্ত অংশের মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবাও আরো উন্নত করতে হবে । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মূল্যবোধ ও সেবার মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে । মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে মানুষের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করতে হবে । সকল রোগীকে সমান ভাবে পরিষেবা দিতে হবে । ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে । এই হাসপাতাল পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্বে আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে ২ কোটি বেকারের চাকুরি দেবে । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কিছুই পালন করেনি । উল্টে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারী পুঁজিপতিদের হাতে হস্তান্তর করে দিচ্ছে। গরীবের বিরুদ্ধে, কৃষকের বিরুদ্ধে, তপশীলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু অংশের মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে বেকারত্ব বাড়ছে, নিত্যপণ্য সামগ্রির দাম বাড়ছে । কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে, কলকারখানা বন্ধ, শ্রমিক আক্রান্ত, এর সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে যাতে মানুষ কোন কথা না বলতে পারে তার জন্য ধর্ম বর্ণের কথা বলে মানুষকে বিভাজন করার অপচেষ্টা চলছে । কে কী খাবেন কে কী পরবেন তা নিয়ে সংঘাত বাঁধাবার ষড়যন্ত্র চলছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব ধর্মের মুলকথা হল সৌভাতৃত্বের বোধ গড়ে তোলা । মানুষকে ঘৃণা না করা ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের অন্ন সংস্থানের উপরও আঘাত আসছে, গণবন্টণ ব্যবস্থাকেও সঙ্কুচিত করা হচ্ছে । এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করে সবাইকে চোখ, কান, খোলা রেখে সর্তক থাকার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য উন্নয়নের পথে ক্রমশ এগিয়ে চলছে । কিন্তু এক শ্রেণীর অশুভ শক্তি রাজ্যেও শান্তিভঙ্গের গভীর ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করছে । এ বিষয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে । প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি হল উন্নয়নের প্রধান শর্ত । শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় । পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার চাকুরীর সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে । তা সত্বেও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রেখেছে ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার । জেলাস্তরে জেলা হাসপাতাল, মহকুমাস্তরে মহকুমা হাসপাতাল, এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করছে । রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখতে শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান তিনি ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ড্যানিয়েল জমাতিয়া, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, গোমতী জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেবভার্মা । সভাপতিত্ব করেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েত চেয়ারপার্সন তরুন চক্রবর্তী ।

কমলপুরে সুকান্ত জয়ন্তী উদযাপনের উদ্যোগ

কমলপুর, ০৭ আগষ্ট ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৪ আগষ্ট কমলপুরে মহকুমা ভিত্তিক সুকান্ত জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে । এদিন বিকেল ৫টায় ধলাই ঘাটের মুক্তমঞ্চে কবি প্রণাম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ।

জম্পুইজলায় বনমহোৎসব উদযাপিত

জম্পুইজলা, ০৭ আগষ্ট ।। বনকে ভিত্তি করে উপার্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে । এই কর্মসূচিতে বন এলাকায় বিভিন্ন ধরণের প্ল্যান্টেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । একে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া । থেলাকুং এ ডি সি ভিলেজের আশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়ে গত ৫ আগষ্ট জম্পুইজলা ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসবে তিনি এই বার্তা দেন । অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জম্পুইজলা ব্লক প্রশাসন ও বন দপ্তর।

বনমহোৎসবের উদ্বোধন করে এদিন বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া আরও বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সাথে জীবনের সম্পর্ক রয়েছে । প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও প্রাণী জগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বন অত্যন্ত জরুরী । পাশাপাশি তিনি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি-সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জম্পুইজলা বি এ সি-র চেয়ারম্যান এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা বৃক্ষরোপণের কর্মসূচিতে সবাইকে অংশীদার হতে আহ্বান জানান । স্বাগত ভাষণ দেন জম্পুইজলার বি ডি ও শীর্ষেন্দু দেববর্মা । অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে থেলাকুং ভিলেজের চেয়ারম্যান বিশ্বরাণী দেববর্মা, ডি সি এম ডেভিড হালাম ও জম্পুইজলা বন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ থেলাকুং আশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়ের চারপাশে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করেন ।

বিশালগড়ে ব্যান্ড পার্টির বাদ্যযন্ত্র বিতরণ

বিশালগড়, ০৭ আগষ্ট ।। বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে ব্লক এলাকার ১৬টি দলকে ব্যান্ডপার্টির বাদ্যযন্ত্র দেয়া হয়েছে । এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । বিশালগড় ব্লক অফিস থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।